সংবাদ

21 JAN 2017

পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তনের নেপথ্যে কারা

সুষ্ঠু তদন্ত করে ব্যবস্থা নিন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ে যে পরিবর্তন এনেছে সে সম্পর্কে পাঠ্যবইয়ের সম্পাদক-সংকলকরা কিছুই জানতেন না। গত বুধবার পাঠ্যবইয়ের সম্পাদক ও সংকলক ১৩ জন অধ্যাপক স্বাক্ষরিত এক লিখিত বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা পাঠ্যবইয়ে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে সে সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। পরিবর্তন ও সংযোজন বিষয়ে তাদের কেউ কিছুই জানায়নি।

পাঠ্যপুস্তকে ভুল এবং পাঠ পরিবর্তন নিয়ে যখন দেশে বিতর্ক চলছে তখন সম্পাদক-সংকলকরা উল্লিখিত বিবৃতি দিলেন। তবে গণমাধ্যমের কল্যাণে আমরা আরও আগেই জানতে পেরেছিলাম যে, সম্পাদক-সংকলকদের না জানিয়েই পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তন আনা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক থেকে কোন লেখা বাদ দিতে হলে বা যুক্ত করতে হলে বাধ্যতামূলক সম্পাদকদের অনুমতি নিতে হবে। জাতীয় পাঠ্যক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) অনুমোদনও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে ভুল আর পরিবর্তন নিয়ে হৈচৈ হওয়ার পর জানা যাচ্ছে, এনসিসিসির অনুমোদন নেয়া হয়নি, সম্পাদকদের অনুমতিও কেউ নেয়নি। এটা শুধু এবারই হয়নি। গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, গত কয়েক বছর ধরেই বিনা অনুমতি আর বিনা অনুমোদনে পাঠ্যপুস্তকের পাঠ পরিবর্তন হচ্ছে।

প্রয়োজনীয় অনুমতি আর অনুমোদন ছাড়া পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তন আনছে কে বা কারা সেটা এখনও এক রহস্যই রয়ে গেছে। কোন কর্তৃপক্ষ পাঠ্যবই থেকে কিছু পাঠ বাদ দিচ্ছে আর নতুন পাঠ যোগ করছে সেটা জানা যায়নি। পাঠ পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ল কেন তার যৌক্তিক ব্যাখ্যাও পাওয়া যাচ্ছে না। হেফাজতের দাবির সঙ্গে পাঠ পরিবর্তনের সাযুজ্য কি কাকতালীয় নাকি সুপরিকল্পিত সেটা জানা যাচ্ছে না। এনসিসিসি বা সম্পাদক-সংকলকদের এড়িয়ে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তন আনা হয়েছে তার ব্যাখ্যা নেই। এসব প্রশ্ন ইতোমধ্যে উত্থাপিত হলেও প্রশ্নের জবাব খোঁজার কোন তাগিদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না।

আমরা মনে করি, পাঠ্যপুস্তকে বেআইনি পরিবর্তন আনার ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা কঠোরভাবে আদায় করতে হবে। এটা শুধু মামুলি ভুলের প্রশ্ন নয়। এই ভুলের সঙ্গে একটি সূক্ষ্ম সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে আমরা মনে করি। এটা মেনে নেয়া কঠিন যে, পাঠ্যবইয়ের পরিবর্তন আর হেফাজতের দাবি বাস্তবায়ন কাকতালীয় কোন ঘটনা। আমরা জানতে চাই, সাম্প্রদায়িক এই ষড়যন্ত্রে কে বা কারা জড়িত। পাঠ্যপুস্তককে সাম্প্রদায়িকীকরণের সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে– এমনটাই আমরা দেখতে চাই। পাঠ্যপুস্তকে পাঠ পরিবর্তনের ঘটনা সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার তদন্তে কেন উৎসাহী হচ্ছে না সে প্রশ্ন উঠছে। আমরা চাই, সরকার দ্রুত একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী তদন্ত কমিটি গঠন করবে। সরকার যদি দেশকে একাত্তরের আগের সাম্প্রদায়িকতার হাত থেকে রক্ষা করতে চায় তবে পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তনের ঘটনাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে।